ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

# প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা



- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা - এই তিনটি ধারায় পরিচালিত; প্রায় ৬১.০% প্রতিষ্ঠান সাধারণ ধারায় পরিচালিত
- মাউশি অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮২% মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় মাউশি অধিদপ্তরের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত
- মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র গণমাধ্যমে ও গবেষণায় প্রকাশিত -
  - ৪২.৯% খানা সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাসেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার (জাতীয় খানা জরিপ, টিআইবি ২০১৭)
  - শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত
- এছাড়া কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে সংকট তৈরি হয়েছে

# প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা



- মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি
- শিক্ষা খাত টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত -
  - টিআইবি দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নাগরিক উদ্যোগ, গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে
  - এছাড়া উচ্চশিক্ষা নিয়েও টিআইবি'র গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম রয়েছে
- শিক্ষা খাতে টিআইবি'র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অন্যান্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত

# মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও সহযোগী সংস্থা

**মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর**

(মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান)

**কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশাসন**

- কলেজ ও প্রশাসন
- মাধ্যমিক শিক্ষা
- প্রশিক্ষণ
- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
- মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন

**মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন**

- আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস (৯টি)
- জেলা শিক্ষা অফিস (৬৪টি)
- উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (৫১৩টি)

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ৬০৯টি
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ১৮,৪৭২টি

**সহযোগী সংস্থা**

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
- শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
- শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

# গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি



## প্রধান উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষা (সাধারণ ধারা) কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

## সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি চিহ্নিত করা
- মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা
- বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

## গবেষণার পরিধি

- সাধারণ ধারার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এমপিওভুক্ত এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনায় মাউশি অধিদপ্তরের সহযোগী সংস্থা ও অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম

# গবেষণা পদ্ধতি

- **এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা; তবে সীমিত ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে**
- কেন্দ্রীয়সহ মাউশির বিভিন্ন পর্যায়ের (বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা) কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ
- দেশের ১৮টি উপজেলায় অবস্থিত মোট ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রতি উপজেলায় দুটি বেসরকারি এমপিওভুক্ত ও একটি সরকারি) হতে তথ্য সংগ্রহ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে নতুন ও পুরাতন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বা সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনা

| তথ্যের ধরন | তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি | তথ্যদাতা/উৎস |
|---|---|---|
| প্রত্যক্ষ তথ্য | মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট ৩২৫ জন) | ▪ মাউশি অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী, ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ<br>▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত অন্যান্য অংশীজন, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী |
| পরোক্ষ তথ্য | তথ্য পর্যালোচনা | ▪ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০, নীতিমালা, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, প্রাতিষ্ঠানিক বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট ও প্রকাশিত প্রতিবেদন |

**গবেষণার সময়:** ২০১৯ সালের মে-অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ; পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

## সুশাসনের নির্দেশক ও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

| সুশাসনের নির্দেশক | অন্তর্ভুক্ত বিষয়/ ক্ষেত্রেসমুহ |
|---|---|
| **সক্ষমতা** | ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো<br>▪ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস) |
| **স্বচ্ছতা** | ▪ তথ্যের প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও প্রবেশগম্যতা |
| **জবাবদিহিতা** | ▪ প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন<br>▪ আর্থিক পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা<br>▪ শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়<br>▪ অভিযোগ দায়ের ও বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা |
| **অনিয়ম ও দুর্নীতি** | ▪ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব |

# গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল

# মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

| বিষয়সমূহ | উদ্যোগসমূহ |
|---|---|
| নীতি | ▪ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ |
| অবকাঠামো | ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ, পুণঃনির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ |
| আইসিটি শিক্ষা | ▪ ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা<br>▪ পাঠদান কার্যক্রম কার্যকর ও আনন্দময় করতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন<br>▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন (আইসিটি ডিভিশন কর্তৃক) |
| এমপিওভুক্তি | ▪ এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইনের মাধ্যমে এমপিও প্রক্রিয়া সহজীকরণ<br>▪ শিক্ষক-কর্মচারীগণকে জাতীয় বেতন স্কেলে শতভাগ বেতন ভাতা প্রদান এবং অবসরোত্তর সুবিধা প্রদান |
| শিক্ষক নিয়োগ | ▪ বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন<br>▪ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদা প্রদান |
| শিক্ষক প্রশিক্ষণ | ▪ শিক্ষকদের আইসিটি, বিষয়ভিত্তিক, সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ |
| শিক্ষার্থী মূল্যায়ন | ▪ উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন |
| বৃত্তি/উপবৃত্তি/মেধাবৃত্তি | ▪ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার প্রসারে বৃত্তি প্রদান |

# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০



- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে; কিন্তু এক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে

| বিষয় | কৌশলসমূহ | বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ |
|---|---|---|
| শিক্ষা কাঠামো | মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর নবম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস | ▪ অদ্যাবধি কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করা হয়নি |
| শিক্ষা প্রশাসন | শিক্ষা সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান ও আদেশাবলী একত্রিত করে শিক্ষানীতির আলোকে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন | ▪ দীর্ঘ প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হলেও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় খসড়া শিক্ষা আইনটি এখনো প্রণীত হয়নি; নির্বাহী আদেশ ও নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত |
| | ▪ ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একটি প্রধান শিক্ষা পরিদর্শকের অফিস স্থাপন<br>▪ পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর গঠন<br>▪ স্বায়ত্তশাসিত স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন | ▪ অদ্যাবধি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি; এতে শিক্ষার ও শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি<br>▪ সম্প্রতি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কাজ শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় |

# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০



| বিষয় | কৌশলসমূহ | বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ |
| --- | --- | --- |
| শিক্ষক-নিয়োগ | বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন | ▪ 'শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন<br>▪ এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগে (প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক) অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ |
| শিক্ষক-মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব | ▪ বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার সুপারিশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন<br>▪ শিক্ষকদের জন্য নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন<br>▪ পেশাগত আচরণবিধি লঙ্ঘনে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ | ▪ শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগের ঘাটতি |
| শিক্ষক-প্রশিক্ষণ | ▪ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবানে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি প্রতিষ্ঠা<br>▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা ও দুর্বলতা দূরীকরণে বিশেষ ব্যবস্থা | ▪ অদ্যাবধি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি; শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ভীত তৈরি না হওয়ায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি |

# জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০



| বিষয় | কৌশলসমূহ | বাস্তবায়ন পর্যালোচনা/ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ |
|---|---|---|
| শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত | ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ উন্নীত করা | ▪ নির্ধারিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছেনি; এতে শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরাও যথাযথ শিক্ষা নিতে পারছে না<br>▪ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৫; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১:৫১ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১:৪৪ |
| শিক্ষার্থী মূল্যায়ন | ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন মূল্যায়নে পদ্ধতি নিরূপণ ও বাস্তবায়ন | ▪ শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ আত্মস্থ করতে পারছে কিনা তা যাচাইয়ে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় গুণগত শিক্ষার ভিত তৈরিতে বাধা<br>▪ সম্প্রতি নতুন শিক্ষাক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও এটি বাস্তবায়নে মাউশির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ (অধিক যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত) |
| উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের গেজেটেড অফিসার ও নন-গেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ | সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল খসড়া নিয়োগবিধি দিয়ে রাজস্ব খাতে পদায়ন (খসড়া বিধিমালা-২০০৬) | ▪ অদ্যাবধি চূড়ান্ত নিয়োগবিধি অনুমোদন পায়নি; টাইম স্কেল, পেনশন সুবিধা ও পদোন্নতি হতে বঞ্চিত |

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষাখাতে একটি দেশের জিডিপির ন্যূনতম ৬% অথবা জাতীয় বাজেটের ২০% বরাদ্দ রাখা উচিত
  - বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে জিডিপি সাপেক্ষে বরাদ্দ অনেক কম যা ২% থেকে প্রায় ৩%; দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষাখাতে জিডিপির প্রায় ৩% থেকে ৬% পর্যন্ত বরাদ্দ দিয়ে থাকে
  - বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়

**জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার (%)**

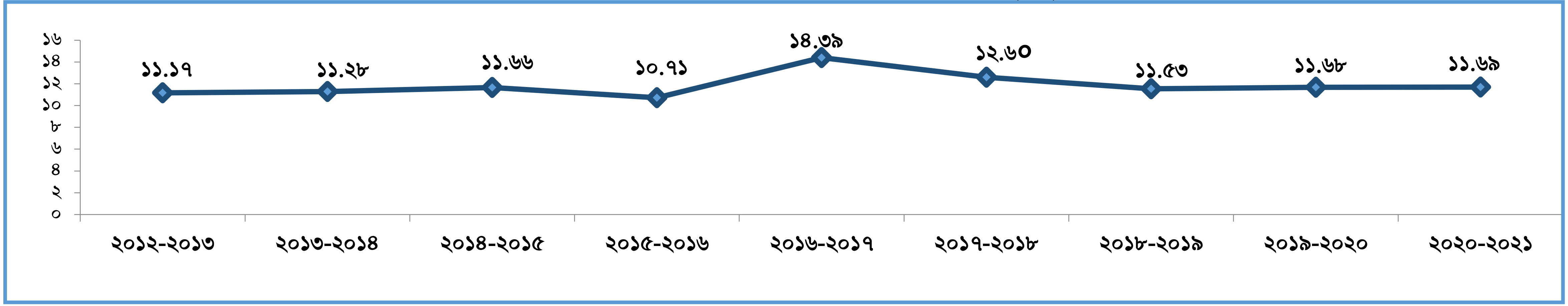

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)

- **জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও শতাংশের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে ছয় শতাংশের মধ্যে রয়েছে**
- মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দ্রুত অবসরভাতা প্রদান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে

**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট বরাদ্দ-জাতীয় বাজেটের (%)**

| অর্থ-বছর | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়) | জাতীয় বাজেটের শতকরা |
|---|---|---|
| ২০২১-২০২২ | ৩৬,৪৮৭.২৪ | ৬.৫০ |
| ২০২০-২০২১ | ৩৩,১১৯.৭০ | ৫.৮৩ |
| ২০১৯-২০২০ | ২৮,৪০১.২৭ | ৫.৬৬ |
| ২০১৮-২০১৯ | ২৫,৮৬৮.২৩ | ৫.৮৫ |
| ২০১৭-২০১৮ | ২১,৫২৫.৩৭ | ৫.৭৯ |

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (আর্থিক)



## এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক সুবিধা

- **সরকার প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়**
    - শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য বাড়ি ভাড়া ১০০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা, উৎসব ভাতা শিক্ষকের ক্ষেত্রে মূল বেতনের ২৫% এবং কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৫০%
    - পদমর্যাদা ও স্কেল অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি
    - ২০০৪ সাল থেকে উৎসব ভাতা দেওয়া হলেও প্রায় ১৭ বছর এটি বাড়ানো হয়নি

- **অবসর ভাতা তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় আবেদন পরবর্তী অবসর ভাতা পেতে দীর্ঘ বিলম্ব;** বর্তমানে উক্ত ভাতা পেতে তিন-চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা
    - বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ অবসর ভাতা তহবিলের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়; প্রতি বছর তহবিলের ঘাটতি ২৪০ কোটি টাকা

- **অষ্টম বেতন কাঠামোতে (২০১৫ সালে) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনক্রিমেন্ট (৫%) ও বৈশাখী ভাতা (মূল বেতনের ২০%) দেওয়া হলেও বেসরকারি এমপিওভুক্তদের জন্য এটি ২০১৮ থেকে কার্যকর**

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (মানব সম্পদ)



- শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনতে নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জনবল ঘাটতিতে এর কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত

**মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসনে জনবল**

- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ১২.০% পদ শূন্য
- অধিকাংশ (৬৪.০%) উপজেলায় সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য
- এক তৃতীয়াংশের বেশি জেলায় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদটি শূন্য (প্রায় ৩৮.০%)
- একাডেমিক সুপারভাইজারের ৩.০% পদ শূন্য
- জেলা ও অঞ্চল মিলিয়ে সহকারী পরিদর্শকের ১১.০% পদ শূন্য

- **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়নে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইং-এ মনিটরিং কর্মকর্তা মাত্র দুইজন**

- **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে ১৩০টি জনবলের বিপরীতে শূন্যপদ ৫৮.০%**

- **উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কমকর্তাদের রাজস্ব খাতে পদায়নে নিয়োগবিধি অনুমোদন না হওয়া, প্রকল্পাধীন নিয়োগ, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ফিডার সার্ভিস পূর্ণ না হওয়ায় শূন্য পদসমূহ পূরণে বিলম্ব**

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (মানব সম্পদ)

## বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি

- এমপিওভুক্ত প্রভাষকদের প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির সুযোগ
- অনুপাত প্রথার (৫:২) কারণে অধিকাংশ প্রভাষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত এবং প্রভাষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ
- **পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণের বেতন গ্রেডের সুবিধা সীমিত**
  - গ্রেড প্রাপ্তিতে চাকুরির অভিজ্ঞতা ১০ বছর করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল আট বছর
  - গ্রেডের প্রাপ্যতায় নবম থেকে অষ্টম করা হয়েছে যা পূর্বে ছিল নবম থেকে সপ্তম
- **সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম; এতে অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় সহকারী শিক্ষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ**

## সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি

- **ব্যাচভিত্তিক না হয়ে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতি হওয়ায় শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির সুযোগ সীমিত**
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদ থেকে উচ্চক্রম অনুযায়ী পদ সংখ্যা কম; এতে অধিকাংশ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ সীমিত থাকায় সহকারী শিক্ষক পদে থেকে অবসর গ্রহণ, যদিও ইতোমধ্যে সিনিয়র শিক্ষক পদ সৃজন করে ৫৪৫২ জন শিক্ষককে পদোন্নতি প্রদান

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (প্রশিক্ষণ)



- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে ঘাটতি
  - বেসিক টিচার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত ল্যাপটপ না থাকায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণে দুর্বলতা
  - ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগে দুর্বলতা
  - সহকারী শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ক সিপিডি (continuous professional development) প্রশিক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ অপেক্ষা মৌখিক প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ
  - সকল ক্ষেত্রে এমএমসি না থাকা এবং আইসিটি উপকরণ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ পরিচালনায় চর্চার ঘাটতি
  - **সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার ঘাটতি** - প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ত সময়, সৃজনশীল বিষয়টি কঠিন এবং শিক্ষক পর্যাপ্ত যোগ্য না হওয়া
  - দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণে বরাদ্দকৃত সময় পর্যাপ্ত না হওয়া (সৃজনশীল, আইসিটি)
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উপকরণের ঘাটতি
  - প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা না থাকা
  - প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব

# প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (অবকাঠামো ও লজিস্টিকস)



- অধিকাংশ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস অনেক পুরনো ও জরাজীর্ণ ভবনে অবস্থিত
- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত সকলের বসার যথাযথ ব্যবস্থা নেই
- অধিকাংশ শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণ বা বইপত্র রাখার পৃথক স্থান নেই
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে ঘাটতি
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাবের মনিটর, প্রজেক্টর, প্রিন্টার নষ্ট হলে দ্রুত মেরামতের ঘাটতি

# স্বচ্ছতা



- তথ্য প্রাপ্তি, সংরক্ষণ ও উন্মুক্ততা
  - **কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমপিও প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য জানা না থাকা বা জানার ক্ষেত্রে আগ্রহের ঘাটতি-** শিক্ষক এমপিওভুক্তি সংখ্যা, প্যাটার্ন অতিরিক্ত শিক্ষকের চাহিদা প্রেরণ, এডহক কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি

  - **এমপিও অনলাইন সফটওয়্যার সহজবোধ্য না হওয়া**
    - শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে না আসা
    - এমপিও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সনদ যাচাইয়ের অনলাইন ব্যবস্থা না রাখা

  - **আবেদন পরবর্তী অবসর ভাতা পাওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানানোর ব্যবস্থা না থাকা** - বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ ও তদবির

  - অনলাইনে শিক্ষকদের এসিআর সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই; জমাকৃত এসিআর মাউশি অধিদপ্তর থেকে হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এবং এতে পদোন্নতিতে বিড়ম্বনা সৃষ্টি

  - **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে ডিজিটাল ব্যবস্থা না থাকা**

  - **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট বিগত সকল বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিত; শুধু ২০১৭-১৮ হতে ২০১৮-১৯ প্রতিবেদন সংরক্ষিত;** প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অনুপস্থিতি; যেমন, জনবল, বাজেট, নিরীক্ষা, তদন্তাধীন বিষয় ইত্যাদি

# অনিয়ম ও দুর্নীতি

## এমপিওভুক্তি

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি
  - কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া
- শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিওভুক্তি

প্রতিষ্ঠান প্রধান (আবেদন) → উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস (আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই ও নথি অগ্রায়ন) → জেলা শিক্ষা অফিস (যাচাই-বাছাই ও নথি অগ্রায়ন) → উপ-পরিচালক কার্যালয়, অঞ্চল (যাচাই-বাছাই ও চূড়ান্ত অনুমোদন)

- এমপিও প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ এবং অনলাইন হলেও চারটি স্থানে ‘হাদিয়া’ বা ‘সম্মানী’ দিয়ে নথি অগ্রায়ন
- ‘শিক্ষা অফিসে এবং কমিটির সুপারিশে অর্থ লাগবে’ বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষকের সাথে চুক্তি ও আবেদন অগ্রায়ন
- নথিগত সমস্যায় বাধ্য হয়ে অর্থ প্রদান, অর্থ না দিলে আবেদনে ত্রুটি ধরা, আবেদন অগ্রায়ন না করা, এবং সময়ক্ষেপণ
- প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে এমপিওভুক্তি

- এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ
- একটি শিক্ষা অঞ্চলে পাইলটিং প্রকল্প চালু এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চলে এটি চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও অভিযোগ রয়েছে, উক্ত পদ্ধতিতে আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ থাকায় একটি এলাকায় কয়েকমাস কার্যক্রম পরিচালনা করে সবগুলো অঞ্চলে এটি চালু করা হয়

## এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া

| | |
|---|---|
| **শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ** (প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষক সহকারী গ্রন্থাগারিক, পিয়ন, এমএলএসএস) | এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক |
| **বিষয়ভিত্তিক সহকারী শিক্ষক/প্রভাষক নিয়োগ** | এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশের প্রেক্ষিতে |

- **এসএমসি/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নিয়োগের অভিযোগ**
- **এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়** - ‘প্রতিষ্ঠানের তহবিলে, উন্নয়নমূলক কাজে, পূর্বে এসএমসি/গভর্ণিং বডি কর্তৃক নিয়োগে অনেক টাকা দিতে হতো’ ইত্যাদি বলে অর্থ আদায়
- **শিক্ষক নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার ও অন্যান্য একাডেমিক সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়া** -১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫৭৭ জন শিক্ষকের জাল সনদে নিয়োগ (পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ২০১৩ ফেব্রুয়ারি-২০২০ তথ্যানুযায়ী)

## সরকারি শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলি

- **সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী তিন বছর পর পর বদলির বিধান থাকলেও তা নিয়মিত হয় না**
  - সরকারি হাই স্কুল এবং কলেজের একজন শিক্ষক দীর্ঘ ১০ বছর বা এর অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত
  - উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এটি ১০-১২ বছরের অধিক যা ২০ বছর পর্যন্ত

- **তদ্বির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে বদলি বা পছন্দনীয় স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান**
- বদলিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমান অবস্থানভেদে (বিভাগীয় ও জেলা শহর, প্রাইভেট/কোচিং এর সুবিধা, এমপিও অগ্রায়ন) কম-বেশি হয়

# অনিয়ম ও দুর্নীতি

## পাঠদান অনুমোদন ও একাডেমিক স্বীকৃতি

- **পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতির অনুমোদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের মাধ্যমে সম্পন্ন; এতে তদবির, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ**
  - প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সুপারিশে দূরত্ব সনদ ও জনসংখ্যার সনদ গ্রহণ; ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদ্বিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদন
- **বোর্ড কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পাঠদান অনুমোদন দেওয়া হলেও প্রতিবেদন যাচাইয়ের সুযোগ না থাকা**
  - সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বক্তব্য অনুযায়ী, ৩০% পরিদর্শন প্রতিবেদনে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে
- **সকল শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিড়ম্বনা এবং নির্ধারিত অর্থের অতিরিক্ত আদায়**
  - আবেদন পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য বোর্ডে যোগাযোগ করা, নতুবা পাঠদান অনুমোদনে বিলম্ব/পরিদর্শনে না আসা
- **রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তদবিরের মাধ্যমে পাঠদান অনুমোদনের ব্যবস্থা করে; যার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করে**
- **অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা, বিভাগ, বিষয় অনুমোদনে এবং শিক্ষকদের বিএড ও উচ্চতর স্কেল অনুমোদনে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়, অর্থ না দিলে সময়ক্ষেপণ করা**

## ক্রয়

- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সময় স্বল্পতা ইত্যাদি কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরাসরি ক্রয়ের উদ্যোগ (আইসিটি বিষয়ক প্রকল্প-২)**
  - এমএমসি (মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম) উপকরণ একটি প্যাকেজে ক্রয়ের কথা বলা হলেও পৃথক প্যাকেজে ক্রয়ের আদেশ
  - এমএমসি উপকরণ প্রকল্প মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ
  - সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি; অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে ওএসডি
  - উক্ত প্রকল্পের আওতায় (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০ পর্যন্ত) একটি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষও স্থাপন করা হয়নি; পাঁচটি অঞ্চলে শুধু মডেম সরবরাহ

- **প্রশিক্ষণের নামে অর্থ আত্মসাত (আইসিটি প্রকল্প-২)**
- দরপত্র ছাড়াই দুই কোটি ২৫ লাখ দুই হাজার টাকা ব্যয় করা হয় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সার্টিফিকেট, প্রশিক্ষণ সামগ্রীতে
- প্রকল্প পরিচালকের বছরে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা থাকলেও ৯৬ কোটি টাকা অগ্রিম তোলার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে অনুমোদন নেওয়া হয়নি
- একই সময়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত না থেকেও প্রকল্প পরিচালক সম্মানী নেন প্রায় ১৭ লাখ টাকা
- ছয় দিনের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণটি কোথাও তিন দিনে, কোথাও আধাবেলা করে তিন থেকে ছয়দিনে অনুষ্ঠিত
- বেসিক টিচার ও প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রশিক্ষণের ১,১২১টি ব্যাচের ভেন্যু বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে প্রদান যা সরকারি অর্থের অপচয়

# অনিয়ম ও দুর্নীতি

## পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নথির বিভিন্ন দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ে চাপ প্রয়োগ**
- নথিপত্রের বিভিন্ন দুর্বলতায় পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান
- নিরীক্ষায় অনিয়ম সত্ত্বেও অনুকূলে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে প্রভাব বিস্তার
- নিরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের সকল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এক/দুই মাসের এমপিও'র অর্থ দাবি ও আদায় - প্রধান শিক্ষক কর্তৃক **'পরিদর্শনে অডিটর আসছে'** -বলে শিক্ষকদের মধ্যে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিদর্শককে ম্যানেজ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের নিকট হতে অর্থ আদায় এবং কখনো এর একটি অংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আত্মসাৎ
- **নিরীক্ষায় অধিক পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে তদবিরের মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই দপ্তরে অবস্থান**
- টিমসহ পরিদর্শনে না পাঠানোর জন্য পরিচালক বরাবর তদবির এবং পরিচালককে উপঢৌকন দিয়ে ম্যানেজ

# অনিয়ম ও দুর্নীতি



## অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে রাজনৈতিক সুপারিশে বরাদ্দ
- অবকাঠামো উন্নয়নে কাজের মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়নি বলে অভিযোগ
- এমপিওভুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি শিক্ষকদের আত্তীকরণে বিলম্ব; প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারী সরকারি আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত; জাতীয়করণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

## অন্যান্য

- জরুরি প্রয়োজনে (মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা, হজ্জে গমন ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তেতে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা প্রদানের সুযোগ থাকায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে সিরিয়াল ভঙ্গ করে সুবিধা প্রদান
- বিদেশ প্রশিক্ষণে সম্পৃক্তদের পাঠানো হয় না - টিকিউআই-২ প্রকল্পে শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমলার সংখ্যা ছিল বেশি
- বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে এমপি বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সভাপতি মনোনীত; এতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হতে পারে না
- কমিটির সভাপতি/সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ব্যক্তি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়

# বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ



| অর্থ আদায়ের খাত | নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা) | অর্থ আদায়ে জড়িত ব্যক্তির পদ |
|---|---|---|
| অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ | ৩,৫০,০০০-১৫,০০,০০০ | স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা/গভর্নিং বডি/এসএমসি |
| এনটিআরসিএ কর্তৃক সুপারিশকৃত সহকারী শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান | ৫০,০০০-২,০০,০০০ | প্রধান শিক্ষক/গভর্ণিং বডি/এসএমসি |
| সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ | ২,০০,০০০-৩,০০,০০০ | প্রধান শিক্ষক/গভর্ণিং বডি/এসএমসি |
| শিক্ষক এমপিওভুক্তি | ৫,০০০-১,০০,০০০ | মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী |
| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা | সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষকের এক এমপিও (৫০,০০০-৫,০০,০০০) | পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |
| পাঠদান অনুমোদন | ১,০০,০০০-৫,০০,০০০ | মধ্যসত্ত্বভোগী/বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী |
| স্বীকৃতি নবায়ন | ৫,০০০-৩০,০০০ | বোর্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী |
| শিক্ষক বদলি | ১,০০,০০০-২,০০,০০০ | মধ্যসত্ত্বভোগী/ মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী |

# জবাবদিহিতা



- প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ততা ও জনবল স্বল্পতায় মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম জোরালো নয়
  - **উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে প্রতিমাসে ১৫টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি করা হয় না;** মাসে দুটি-চারটি আবার ছয়টি-সাতটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
  - **জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি মাসে ১৫টি করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উপ-পরিচালকদের প্রতি মাসে ২৫টি করে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও এটি খুবই সীমিত পরিসরে**
  - **এছাড়া শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান আকস্মিক পরিদর্শনের জন্য বলা হলেও তা নিয়মিত না হওয়া**
  - **পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হওয়ার কথা বলা হলেও তা হয় না;** নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিন বছর-১৩ বছর পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়নি
- পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠান প্রধান/কমিটির কোনো ধরনের আর্থিক দুর্নীতি অথবা অনিয়ম সম্পর্কে জানা গেলেও রাজনৈতিক প্রভাব/হেনস্তার কারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে সতর্ক
- বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক পর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনেকক্ষেত্রে (৫০%) মাউশি অধিদপ্তরে পাঠান না বলে অভিযোগ

# জবাবদিহিতা



- **আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক ও উপ-পরিচালক পদের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি**
  - আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিচালক (কলেজ) পদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়নি; নয়টি শিক্ষা অঞ্চলের উপ-পরিচালক কার্যালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর এমপিও'র চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হলেও শুধু কলেজের এমপিও নিষ্পত্তির ক্ষমতা পরিচালককে (কলেজ) প্রদান
  - সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনায় ঘাটতি - বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার, সেসিপ প্রকল্পভুক্ত ও সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পদায়ন
  - এমপিও আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়ম বা ভুলের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যায় শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতার কাঠামোর অনুপস্থিতি
  - উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারগণ সেসিপ প্রকল্পাধীন এবং চাকরি অস্থায়ী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গেলে তাদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না বলে কেউ কেউ মনে করে

# জবাবদিহিতা



- এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর কাজের মূল্যায়নে বার্ষিক মূল্যায়ন এবং বদলির ব্যবস্থা নেই
- মাউশি অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা অফিসগুলোতে কোনো কোনো কর্মকর্তা অফিস সময় ঠিকভাবে মেনে চলে না - দুপুর ১১/১২টার দিকে অফিসে প্রবেশ করা, সপ্তাহে দুই/তিনদিন অফিস করা, অফিস সময় শেষ হওয়ার অনেক আগে চলে যাওয়া, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকলেও সময়ের উল্লেখ না করা ইত্যাদি
- শিক্ষা কার্যক্রমে যে কোনো ধরনের সমস্যা, অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরাসরি জানানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই
- মাউশি অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলেও এর জন্য কার্যকর জবাবদিহিতা নেই
- উপবৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেই

# কোভিড-১৯ অতিমারীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ

- **কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণায় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে টেলিভিশন ও অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্টের ব্যবস্থা করা হলেও এটি অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়নি**
  - কারিগরি দক্ষতা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিভাইস কেনার আর্থিক সক্ষমতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনলাইন ক্লাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত
  - মাধ্যমিকের প্রায় ১৫% শিক্ষার্থীর সংসদ টিভির মাধ্যমে ক্লাশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত; নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে বঞ্চিতদের ডিজিটাল ডিভাইজ দেওয়ার কথা বলা হলেও উদ্যোগ দেখা যায়নি
  - ধনী-গরীব ও শহর-গ্রামের মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে
  - শিক্ষার্থীদের শিখার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি; ঘাটতি পূরণে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার উদ্যোগ দেখা যায়নি

# সার্বিক পর্যবেক্ষণ



- মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বা মানোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ বা অর্জন রয়েছে; তা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এই খাতের প্রত্যাশিত উৎকর্ষ অর্জনে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান
  - ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি
  - দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য না পাওয়ায় শিক্ষা আইনটি অদ্যাবধি পাশ হয়নি
  - জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়
  - শিক্ষক ও কর্মচারীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি
  - মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বিত জনবল কাঠামোর অনুপস্থিতি; এবং জনবল সক্ষমতার ঘাটতিতে সুষ্ঠ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অভাব
  - স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে পদক্ষেপের ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার
  - শিক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ অব্যাহত- অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
  - সার্বিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনের ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান

# সুপারিশ



## আইন ও নীতি সংক্রান্ত

১. শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

২. মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্বখাতের আওতাভুক্ত সমন্বিত জনবল কাঠামো তৈরি করতে হবে

৩. বয়স অনুযায়ী যে সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোভিড-১৯ টীকা প্রযোজ্য তাদের দ্রুত টিকার আওতায় আনতে হবে। অনলাইনে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

## আর্থিক

৪. ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

৫. এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্রুত অবসর ভাতা প্রদানে বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষকদের অধিকতর দক্ষ করে তুলতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত ল্যাপটপ, প্রজেক্টরসহ অন্যান উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে

# সুপারিশ



## মানবসম্পদ

৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের খসড়া নিয়োগবিধি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে
৮. বেসরকারি সকল নিয়োগ এনটিআরসিএ/বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে
৯. শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধিতে পদক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

## প্রশিক্ষণ

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণের ওপর কার্যকর মূল্যায়নে নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
১১. প্রশিক্ষণের ওপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে প্রদেয় প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে

## অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

১২. সকল ধরনের ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে
১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত আইসিটি উপকরণের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার থাকতে হবে
১৪. সরকারিভাবে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ক্রমে স্থায়ী মাল্টিমিডিয়ার আওতায় আনতে হবে

# সুপারিশ



## স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১৫. দরপত্র, কার্যাদেশ, প্রকল্পের ক্রয় ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

১৬. মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং এর প্রকাশিত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রকল্পের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং দুর্বলতার কারণসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে

১৭. এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে

## অনিয়ম-দুর্নীতি

১৮. শিক্ষক ও কর্মচারী এমপিও'র অনলাইন সফটওয়্যারটি আরও সহজবোধ্য এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে

১৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে

২০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে

ধন্যবাদ